

মুক্তমনার সাম্প্রতিক বিতর্কঃ

(প্রয়াত) আহমদ ছফা (জন্মঃ৩০ জুন ১৯৪৩, মৃত্যুঃ ২৮ জুলাই ২০০১)
এর ধর্ম বিশ্বাস: হাফেজ্জি হুজুর, হাকিমাবাদের পীর ও অন্যান্য প্রসঙ্গে
তার ঘনিষ্ঠদের মতামত/ স্মৃতিচারন

গ্রন্থনা : নুরুজ্জামান মানিক , স্ট্রীল্যান্স সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক।

✚ আহমদ ছফা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনারায়ণ দাশ বলেনঃ “ ...আমি নিজে প্রগতিশীল বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই ছাত্র জীবন থেকে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বা প্রগতিশীল মানুষ শুধু বকত্বতার মঞ্চে বা টিভি স্ক্রিনে পেয়েছি। প্রতিদিনের জীবনচর্চায় আমি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল মানুষ আমার জীবনে দু'জনকে পেয়েছিলাম। এক, আমার রাজনৈতিক গুরু শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দুই, আহমদ ছফা। এদের দু'জনকে বাদ দিলে বাকি যেসব প্রগতিশীল পেয়েছি তারা কেউ মুসলমান কমিউনিস্ট অথবা হিন্দু কমিউনিস্ট। আর কমিউনিস্টদের বাদ দিলে প্রগতিশীল পাবই বা কোথায়? কিন্তু সেখানে এ অবস্থা! আহমদ ছফা অসাম্প্রদায়িক কিন্তু স্বধর্মে বিশ্বাসী। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কখনো তিনি পছন্দ করতেন না। কখনো কোনো স্বার্থে বা সংকটে, হিংসায় বা বিদ্বেষে ভুলেও যাদের এক মুহূর্তের জন্যেও সাম্প্রদায়িক হতে দেখিনি তারা হলেন এ দু'জন। (সূত্রঃ আমার অনুভূতিতে ছফার প্রতিবন্ধ, শিবনারায়ণ দাশ, পাক্ষিক চিন্তা, আহমদ ছফা সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫৯, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ঢাকা)

✚ আহমদ ছফা'র হাফেজ্জি হুজুরের রাজনীতিতে সক্রিয়তা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেনঃ “ একবার ছফা ভাই আমার সাথে সৌম্য দর্শন শুশ্রুমন্ডিত এক যুবকের পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে যে তিনি হাফেজ্জী হুজুরের প্রেস -সেক্রেটারী। ভদ্রলোকের সাথে আমার আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে ছফা ভাইয়ের ওখানে। একদিন তিনি আমাকে তার নিজের লেখা একটি বই পড়তে দিলেন, নাম ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান’। হাফেজ্জী হুজুরের প্রেস -সেক্রেটারী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আর কীইবা লিখবেন ভেবে বইটি আমি আর খুলে দেখিনি। ক’দিন পরে আবার ছফা ভাইয়ের ওখানে ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বইটা পড়েছি কিনা। আমি আমতা আমতা করে কথা কাটানোর চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন, আপনি দয়া করে বইটি পড়ুন, আমি কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লিখেছি। সেদিনই আমি বইটি পড়তে শুরু করলাম। পড়ে বুঝলাম ছফা ভাইয়ের সাথে হাফেজ্জী হুজুরের প্রেস -সেক্রেটারীর যোগাযোগের মাজেজা। ইসলামী সাম্যচিন্তার আলোকে ধর্মাশ্রয়ী অনেক মানুষই শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন, পথ খুঁজে ফেরেন। মাওলানা ভাসানী বেচে থাকলে এরা থাকতেন তার ছায়াতলে। ভাসানী-উত্তরকালে এদের একাংশ জায়গা নিয়েছেন হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনে, যদিও সেখানে তাদের ধারাটি কোনভাবেই প্রধান ধারা নয়। ল্যাটিন আমেরিকার খৃষ্টমন্ডলীতে যে জোরালো Liberation Theology ভিত্তিক আন্দোলন, বাংলাদেশে তার counter part এরা। আর সুষম এক সমাজের অন্যতম স্বপ্ন দৃষ্টা হিসেবে এরা ছুটে এসেছেন আহমদ ছফার কাছে। অন্যদিকে মৌলবাদ ও সব ধরনের পাকিস্তান-পন্থার ঘোরবিরোধী আহমদ ছফা অনাগত সমাজ বিপ্লবের সহযোগী হিসেবে এদেরকে চিহ্নিত করেন। তাই তিনি তাদের সাথে যোগসূত্র গড়েছেন, মিতালি গড়েছেন। এভাবে যেখানেই আহমদ ছফা শোষণের বিপক্ষে

গণমানুষের পক্ষে এতোটুকু সম্ভাবনা দেখেছেন সেখানেই ছুটে গেছেন। (সূত্রঃ ভেতর থেকে ফোটা একজন আহমদ ছফা, মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ৬৪)

✚ আহমদ ছফা নারায়ণগঞ্জের হাকিমাবাদের পীর ও সাধক কবি হজরত মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের ভক্ত ছিলেন। ছফা পীর সাহেবকে লেখা এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে , তিনি (পীর) তার মনের মানুষ। ছফা ভাই ইন্তেকালের আগের মাসে অর্থাৎ জুন মাসে উক্ত পীর সাহেবের খানকায় ঈদে মিলাদুল্‌নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব আখতারুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন আহমদ ছফা, কবি আসাদ চৌধুরী ও কবি -তাত্ত্বিক ফরহাদ মজহার। উল্লেখ্য , ছফা ও ফরহাদ মাজহার কে পীরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তরুন ঔপন্যাসিক আবু সুফিয়ান মুক্তমনার পাঠকদের জন্য নিচে তাদের স্মৃতিচারণ দেয়া হলঃ

ক) কবি আসাদ চৌধুরীঃ “শেষ দেখা হয়েছিল হাকিমাবাদে। আমার প্রিয় কবি এবং বিশিষ্ট পীর সাহেব জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ সাহেবের আমন্ত্রণে মিলাদে গিয়েছিলাম, সেখানে শুক্রবার এ বছরের পয়লা জুনের ঘটনা। আহমদ ছফা সুন্দর করে গুছিয়ে আমাদের নবী সম্পর্কে বললেন,মানবতাবাদী শান্তিকামী প্রগতিশীল এবং প্রচণ্ড রকমের কাঙ্ক্ষাজ্ঞানসম্পন্ন মহান মানব হিশেবে তার মূল্যায়ন করলেন।জীবনত অবস্থায় সেটাই ছিল শেষ দেখা, মাথায় টুপি পরিহিত ছফাকে আমার একদম অচেনা মানুষ বলে মনে হয়েছিল ।”
(সূত্রঃ সংবাদ ২ আগস্ট,২০০১)

খ) জনাব আখতারুল আলম : “দেখলাম ,এই আহমদ ছফা সেই আগেকার আহমদ ছফাই আছেন। শরীরটা ফুলেছে বটে ,কিন্তু মানুষটা বুঝাই যায়,অসুস্থ। তারপর দীর্ঘ পথটাই কেটে গেল নানান কথায়।বেশিরভাগ সময় তিনি বলে গেলেন।আমি শুনলাম।পরে আমি তাকে তার গ্যেটের চর্চার রেশ ধরে অনুরোধ জানালাম, শেষ নবীর (সঃ)জীবনীর উপর কবিগুরু গ্যেটে রচিত নাটক ‘ওয়েস্টলিশার দিবানের’ উপর কিছু কাজ করতে।তাকে বললাম, কিভাবে ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিকট গ্যেটের আলোচনা শুনে ওয়েস্টবেঙ্গল প্রবাসী পণ্ডিত অধ্যাপক কাজি আবদুল ওয়াদুদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ;কিভাবে প্রচুর সাধনা করে তিন খণ্ডে রচনা করে গেছেন ‘কবিগুরু গ্যেটে’ নামক বৃহদায়তন পুস্তক। তারপর গ্যেটের চর্চায় চিরকাল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অনীহ কাজি আবদুল ওয়াদুদ শেষ নবী মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার একখানা অনবদ্য জীবন গ্রন্থ রচনা করেন ; এবং কিভাবে তার চিন্তাধারার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় এবং কিভাবে তিনি শেষ জীবনে পবিত্র কোরাআনের অনুবাদ সম্পন্ন করেন আর সে অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর কিভাবে সেই অনুবাদিত কোরাআন বুকের উপর রেখে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।.....কথার ফাকে ফাকে লক্ষ্য করলাম, আহমদ ছফা কাদছেন। মনে হল, এ আরেক আহমদ ছফা। আসল আহমদ ছফা। একিভাবে ফেরার পথে আবারও তিনি অনেক কথা বলে গেলেন। বললেন, আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি গ্যেটে রচিত রসুলের (সঃ) জীবনী অনুবাদ করব। বলতে ভুলেছি, ঈদে মিলাদুল্‌নবী জলসায় আহমদ ছফা আমাদের রসুলের(সঃ) উপরে চমৎকার বক্তৃত্তা করলেন। আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত পীর স্নেহভাজন মামুনুর রশীদ কে ধন্যবাদ, আহমদ ছফার মত লোককে তিনি শেষপর্যন্ত একটা আদর্শিক দিশার সন্ধান দিতে পেরেছেন।
(সূত্রঃ ইত্তেফাক,৩/৮/২০০১)

গ) জনাব আবু সুফিয়ান : ছফা ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয় কম। ফোনে কথা হয়।এর মধ্যে হাকিমাবাদের পীর সাহেব শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের কবিতার বই তিনি পড়েছেন।এবং পড়ে তার কাছে মনে হয়েছে উনি কামেল লোক ।.....এরপর তিনি অসুস্থ

ছিলেন। আমাকে নিয়ে মামুনুর রশীদ সাহেব একদিন ছুটে এলেন তাকে দেখার জন্য। পীর সাহেব জানালেন ছফা ভাইয়ের আরোগ্যের জন্য তিনি মসজিদে দোয়া করিয়েছেন। কিছু সদকা করেছেন। ছফা ভাইয়ের জন্য একটা কফির কৌটাও তিনি নিয়ে এসেছেন। ছফা ভাই তখন হাসপাতালে ভর্তি। শরীর খুবই অসুস্থ ওখান থেকে পালিয়ে এসে অফিসে বসেন। মামুনুর রশীদ সাহেব কে দেখে, তার কথা শুনে তিনি এত প্রাণ চঞ্চল এবং উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গত তিন চার বছরে আমি তাকে আর ওভাবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হতে দেখিনি।.....ছফা ভাই বিভিন্ন সময় আমাকে বলেছেন, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ সাহেবের কাব্যে তিনি কালবের সন্ধান পেয়েছেন।.....তিনি আমাকে বলতেন, সুফিয়ান জীবনে এত পাপ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা দোজখেও জায়গা দেবেন না। এসব পীর মর্শিদের দোয়ায় যদি আল্লাহ তায়ালা মাফ করেন।

কথা প্রসঙ্গে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মামুনুর রশীদ সাহেবের মুরীদ কয় হাজার? ত্রিশ চল্লিশ হাজার হবে।

ছফা ভাই বললেন, আচ্ছা ওনাদের নিয়ে আমরা একটা বিপ্লবতো করতে পারি।

আমি কোন উত্তর দেই না। তিনি একা একাই বলেন, একটা কাজ করি, হুজুরকে নিয়ে আমরা আটরশী দখল করি। এটাকে খানকা বানিয়ে ফেলি। আমি হাসি। শেষে বললেন, আমাকে একটা খেলাফত দেয়া যায় না! আপনি হুজুরকে বলবেন।.....(সূত্রঃ আহমদ ছফার শান্তির নো-র, আবু সুফিয়ান, পাক্ষিক চিন্তা, আহমদ ছফা সংখা, পৃ৭০-৭২, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ঢাকা)

(অসমাপ্ত)